সংবাদ বিবৃতি

চিত্র সাংবাদিক কাজলকে জেল হাজতে প্রেরণ সত্য গোপনের অপচেষ্টা : হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর তীব্র নিন্দা এবং দ্রুত কাজলকে মুক্তি দেয়ার দাবি

[৪ মে ২০২০] ৫৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিললো চিত্র সাংবাদিক কাজলের। এতোদিন পর খোঁজ পাওয়ার পর তার অপহরণের সত্য উদঘাটনের চেষ্টা না করে বরং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে আনা হয়েছে এবং সে মামলায় জামিন পেলে অন্য মামলায় তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ মনে করে প্রকৃত সত্য গোপনের জন্য তাকে এভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এইচআরএফবি এ প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং অনতিবিলম্বে কাজলকে মুক্তি প্রদানের জন্য দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

সাংবাদিক কাজলকে জীবিত ফিরে পাওয়ায় ফোরাম স্বস্তি প্রকাশ করছে। তবে ফোরাম উল্লেখ করতে চায়, তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের যে মামলা দেয়া হয়েছে এবং পরে অন্য মামলায় জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অসংগতিমূলক, বিশ্বাসজনক নয় এবং সর্বোপরি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ফোরাম মনে করছে, তাকে হয়রানি করার জন্য ও প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্য এ ধরণের গল্প সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা এ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য নয়। এতদিন পর ফিরে আসায় সাংবাদিক কাজলের অপহরণের পেছনে কারা জড়িত ছিলো তা খুঁজে বেরা করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী, অথচ কাজল যেন কোনোরূপ ভয়-ভীতি ছাড়া কথা বলতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত না করে তাকে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। সাংবাদিক কাজলকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে আনা হয়, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত। আবার প্রাথমিকভাবে তাকে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কিন্তু জেলে এ ধরণের কোয়ারেন্টিনে রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কিনা তা নিয়েও আমাদের সংশয় রয়েছে। ফোরাম মনে করে, এর মাধ্যমে কাজলের স্বাস্থ্য চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। ফোরাম অনতিবিলম্বে কাজলকে মুক্তি প্রদানের এবং তার অপহরণের প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছে। অন্যান্য গুম বা অপহরণের ঘটনার ন্যায় এক্ষেত্রেও যেন সত্য চাপা পড়ে না যায়, এ দায়হীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটানোর জন্য সরকারের কাছে ফোরাম আহবান জানায়।

উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীর হাতিরপুলের 'পক্ষকাল'-এর অফিস থেকে বের হন সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল। উল্লেখ্য, এসময় পুলিশ মামলা নেয়ার ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা করে। কাজলের পরিবার এফআইআর দাখিল করতে চাইলেও পুলিশ তা নেয়নি। কেবলমাত্র আদালতের নির্দেশনার পর চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে পারেন তার স্ত্রী। এরপরের সময়টিতে তাকে উদ্ধারে পুলিশ প্রশাসনের কোনো তৎপরতা কিংবা সুস্পষ্ঠ বক্তব্য দৃশ্যমান ছিলো না। ৩ মে ভোর তিনটার দিকে পরিবার জানতে পারে তিনি এখন বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের হেফাজতে আছেন। কাজলের ছেলে তাকে আনতে বেনাপোল গেলে জানা যায়, কাজলকে ভারত থেকে অবৈধভাবে দেশে অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিজিবির করা এ মামলায় জামিন পান কাজল। তবে, যশোর কোতয়ালী থানায় তার নামে দায়ের করা অপর একটি মামলার কারণে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr.Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).